দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে

❑ ডিফেন্স স্টাফ কলেজে প্রধানমন্ত্রী

যে ঐক্য ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশ মুক্ত করা হয়েছিল, তার অনুপ্রেরণায় দেশকে গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ সকলের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বাসস জানায়, গতকাল বুধবার সকালে মিরপুর ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের (ডিএসসিএসসি) ২২তম আর্মি স্টাফ কোর্স, ১৬তম নেভাল স্টাফ কোর্স ও ১৮তম এয়ার স্টাফ কোর্সের স্নাতক ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন। তিনি আরো স্মরণ করেন স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদানকারী সকল সাহসী সৈন্য, নাবিক ও বিমান সেনাদের অবদানের কথা। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা দারিদ্র্য, মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জনগণের পাশে দাঁড়াবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব ও কারো সাথে বৈরিতা নয়' এই নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি বলেন, তার সরকার ইতোমধ্যে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তি ও সমঝোতায় উপনীত হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সার্ক নীতিমালা সমুন্নত রাখার পাশাপাশি উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে আগ্রহী।

স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণ কোর্স প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা ইতোমধ্যে শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধা বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজও স্থাপন করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, কলেজ স্থাপনের কাজ শেষ হলে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা অধিকতর পেশাগত দক্ষতা ও জ্ঞান আহরণে সক্ষম হবেন।

এর আগে স্টাফ কলেজে এসে পৌঁছলে কলেজের কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল এ এম মনসুর আহমদ প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান।

ব্রাজিল, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কুয়েত, মালয়েশিয়া, নেপাল, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব, শ্রীলংকা, তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩ জনসহ মোট ১৩২ জন স্টুডেন্ট অফিসারকে স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

মেজর জেনারেল মনসুর আহমদ স্বাগত ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ঢাকাস্থ বিদেশী মিশনসমূহের হাই-কমিশনার ও রাষ্ট্রদূত, তিন বাহিনী প্রধানগণ ও প্রতিরক্ষা সচিব উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রধানমন্ত্রী স্টুডেন্ট অফিসার ও কলেজের স্থায়ী স্টাফদের সাথে ছবি তোলেন।

ডাউনারের সাক্ষাৎ

অস্ট্রেলিয়ার সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডাউনার বলেছেন, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগের জন্য অস্ট্রেলীয় ব্যবসায়ীরা ক্রমেই আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

গতকাল সকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে সাক্ষাৎ করেন। সে সময় অস্ট্রেলীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পার্বত্য শান্তি চুক্তি সই ও তা কার্যকর করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই চুক্তি পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, চুক্তি সই করাটা ছিল একটা কঠিন কাজ। বিশ্বাস ও আন্তরিকতার অভাবের কারণে আগের সরকারগুলো কোন চুক্তিতে উপনীত হতে পারেনি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে আমরা বেশকিছু স্কিম হাতে নিয়েছি। উন্নয়নের অংশীদাররা এতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করায় তিনি অস্ট্রেলিয়া সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

সে সময় অন্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ এম এ সামাদ ও বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলীয় হাইকমিশনার চার্লস স্টুয়ার্ট উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল বুধবার শিল্প ও বণিক সমিতির বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার জাতীয় সংসদ কার্যালয়ে দেখা করেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সমিতির সভাপতি এ, কে, এমশামসুদ্দিন। খবরবাসস'র।